23 JUL 2008

যায়যায়দিন

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চালু হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাস্টার্স কোর্স

পলাশ সরকার

গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রথম বারের মতো একটি আন্তর্জাতিক মাস্টার্স কোর্স চালু হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ এই কোর্সের ক্লাস শুরু করছে। বাংলাদেশসহ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা এখানে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবে। এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ জানান, এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নতুন মাত্রা লাভ করবে।

বিভাগীয় সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশের পৃ-১৫>> ক ৭

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চালু হচ্ছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি চালু হতে যাওয়া 'রিজিওনাল মাস্টার্স ইন জার্নালিজম, মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন' কোর্সে প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান, নেপাল ও নরওয়ের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করার সুযোগ পাবেন। দুই বছর মেয়াদি এ কোর্সটি চারটি সেমিস্টারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নরওয়ের ওসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক কোর্সটির তত্ত্বাবধান করবেন। বাংলাদেশ, নরওয়ে, পাকিস্তান ও নেপালের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষকরা এখানে ক্লাস নেবেন।

জানা গেছে, প্রথম বছরে কোর্সটিতে ২৮ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করার সুযোগ পাবেন। এদের মধ্যে বাংলাদেশের ১৮, পাকিস্তানের ২, নেপালের ৬ ও নরওয়ের ২ জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ বলেছেন, কোর্সটি চালু হোক, ধীরে ধীরে এর অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধান করা হবে। এ বিষয়ে অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জানান, এ কোর্সের মাধ্যমে সাংবাদিকতা শিক্ষায় বিশ্বায়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যাবে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কাজে লাগাতে পারবে। এতে দেশে সাংবাদিকতা পঠন এক নতুন মাত্রা লাভ করবে বলে তিনি মনে করেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শেখ আবদুস সালাম বলেন, কোর্স চালুর মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়া অঞ্চলে গণমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। একই সঙ্গে এ ঘটনা সাংবাদিকতা বিভাগের জন্যও অনন্য স্বীকৃতি। বিভিন্ন দেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটবে। উচ্চতর শিক্ষার জন্য এখানকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বাইরে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।